যুগান্তর

তারিখ ...0 8 OCT 2002...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ...

সঠিক সিদ্ধান্ত

চলতি বৎসর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়ের পর টনক নড়িয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, প্রি-টেস্ট ও টেস্টে অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়াই এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। কেন অনুত্তীর্ণদের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয় স্কুল-কলেজগুলি, তাহার কারণও অজানা নয়। প্রথমত, স্কুল-কলেজের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের চাপের সহিত স্থানীয় রাজনীতিক ও সমাজপতিদের চাপে পরীক্ষাদানে অনুপযুক্ত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করিতে দিতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা হয়। সংবৎসর লেখাপড়া না করিয়া যাহারা অবতীর্ণ হয় পাবলিক পরীক্ষায়, তাহারা তো ফেল করিবেই। প্রভাবশালীদের চাপ ও স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের অসৎ পন্থা অবলম্বন যুক্ত হইয়া অনুপযুক্তদের সংখ্যা বাড়াইয়াছে। [illegible] পরীক্ষার্থীর অধিকাংশই গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকার স্কুল-কলেজের। এই দিকনির্দেশনা দিয়াছে যে, গ্রামীণ স্কুল-কলেজগুলিতে পড়াশোনা ঠিকমত হয় না। ছাত্রছাত্রীরা যেমন স্কুল-কলেজের ক্লাসে মনোযোগী নয়, তেমনি হয়তো শিক্ষকগণও শিক্ষাদানে অনেকটাই উদাসীন। আর একটি প্রশ্ন, যাহারা বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন, তাহাদের কত অংশ নকল না করিয়া পাবলিক পরীক্ষা পাস করিয়াছেন? প্রশ্নটি শিক্ষকদের জন্য অসম্মানজনক হইলেও ইহা তো সত্য যে, ঐ শিক্ষকদেরই কেহ না কেহ ছাত্রদের নকল সরবরাহ করিতে গিয়া গ্রেফতার হইয়াছেন? আসলে সত্য চাপা দিয়া রাখা যায় না। লোকসমাজে প্রচলিত এই সকল দুর্নীতির মূলে প্রোথিত রহিয়াছে আমাদের নৈতিক পদস্খলন ও অনৈতিকতা। নকল করিয়া পাস করিবার প্রত্যাশাই তো সর্বত্র। পাস হয়তো দিবে, কিন্তু প্রতিযোগিতার এই কঠিন জীবনে সেই পাসের কোন মূল্য নাই। প্রি-টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে দিবে না মন্ত্রণালয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্পাদন হইবে কেমন করিয়া? স্কুল-কলেজগুলি যদি তাহাদের অনুপযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহা ধরিবার উপায় কি? মন্ত্রণালয় মনিটরিংয়ের কথা বলিয়াছে। কিন্তু দেশব্যাপী হাজার হাজার স্কুল ও কলেজে গিয়া মনিটরিং করা সত্যই কঠিন। অন্যদিকে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের মনিটরিং করিতে দেওয়া হইলে তাহাদের উপরি অর্থের আর একটি সহজ পথ তৈরি করিয়া দেওয়া। সত্য সত্যই যদি পাবলিক পরীক্ষায় নকল কমাইয়া আনিতে চায় কর্তৃপক্ষ, তাহা হইলে স্কুল ও কলেজে পাঠদানের কাজে গুরুত্ব দিতে হইবে। স্কুল-কলেজগুলিতে যাহাতে যথাযথ পড়াশোনা করানো হয়, তাহা মনিটরিং করিলেই ফল বিপর্যয় ঘটিবার আশংকা কমিয়া আসিবে। ইহা ছাড়া গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবকে পরিহার করিবার শক্ত পদক্ষেপ লইবার সাহস ও শক্তি জোগাইতে না পারিলে এই বিপর্যয় এড়ানো যাইবে না। তবে আমরা আশাবাদী এই কারণে যে, নকল প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সাহসী অভিযান এই ক্ষেত্রে অনেকটাই কার্যকর ভূমিকা লইয়াছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নকলমুক্ত পাবলিক পরীক্ষা নিশ্চিত করিতে হইলে স্কুল-কলেজে যোগ্যতা ও আন্তরিকতার সহিত পাঠদানের অন্য কোন বিকল্প নাই। নিয়মিত পাঠদান ও উহার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, নির্ভীক শিক্ষকমণ্ডলীই কেবল এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে। আমরা চাই এই জাতি তাহার সকল শক্তি দিয়া শিক্ষার অসৎ পন্থা অবলম্বনকারীদের প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হউক।